The Time Estimates

সময়ের অনুমান

ঘটনাটা হয়েছিল ১৯৮৮ সালে। সেসময় মাত্র পাঁচ বছর আগে ভারতবর্ষে ব্যক্তিগত কম্পিউটারের (Personal Computer – PC) প্রচলন শুরু হয়েছে। কৌশলগত ম্যানেজমেন্টের অধ্যাপক জাম্বুনাথ (Prof. Jamboonath) ভাবছিলেন, কেন তাঁর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তিনটি PCXT কম্পিউটার এখনো ব্যবহারের জন্য চালু করা হচ্ছে না। তিনি প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টরকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে রাজি করিয়েছিলেন, যাতে অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের এবং স্বয়ং তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্য, ওই তিনটি PCXT কেনা হয়। দুই বছর আগেই তিনি একটি ব্যাঙ্কে PCXT-ভিত্তিক একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন, যা ছিল দেশের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে প্রথম কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। কিন্তু এখন তিনি নিজেই কম্পিউটারে কাজ করতে পারছিলেন না। কারণ কম্পিউটার ব্যবহার করার জন্য তাঁকে এক কিলোমিটার পথ হেঁটে যেতে হবে এবং একটি ভাড়া করা বাড়ির তিন তলায় উঠতে হবে, কারণ কম্পিউটার কেন্দ্রটি সেখানে ছিল। ফলে, ক্লাসের বিরতির ফাঁকে মাত্র ৩০ মিনিটের যে কাজটি তিনি সেরে ফেলতে পারতেন, তার জন্য তাঁকে অহেতুক দুই ঘন্টা সময় নষ্ট করতে হতো এবং শারীরিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়তে হতো; কারণ তাঁর বয়স তখন পঞ্চাশের বেশি হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া, কম্পিউটার কেন্দ্রের প্রধান কোনো অধস্তন কর্মীকে (যেমন—টাইপিস্ট, স্টেনোগ্রাফার ইত্যাদি) অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের কাজে সহায়তার উদ্দেশ্যেও কম্পিউটার ব্যবহার করার জন্য খুব একটা অনুমতি দিতেন না। যেহেতু অধ্যাপক জাম্বুনাথের মতো খুব কম সংখ্যক ব্যক্তিই তখন পাঠ্যক্রমের কেস-স্টাডি বা সহায়ক উপকরণ তৈরির কাজে নিয়োজিত ছিলেন, তাই তাঁকে যে সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছিল, তা বোঝার মতো কেউ সেখানে ছিল না। উপরন্তু, অধ্যাপক জাম্বুনাথের ওপর অধ্যাপনার কাজের অত্যধিক চাপ ছিল, যা ছিল একজন সাধারণ অধ্যাপকের গড় কাজের চাপের প্রায় দ্বিগুণ। আর এই বিপুল কাজের চাপের কারণে কম্পিউটার কেন্দ্রের সুযোগ-সুবিধাগুলি ব্যবহার করার মতো বাড়তি সময় বা সুযোগ তিনি খুব কমই পেতেন।

একদিন তিনি প্রজেক্ট ম্যানেজার বিক্রমের দপ্তরে গেলেন। বিক্রম বাবু এমইএস (MES)-এর প্রধান প্রকৌশলী (Chief Engineer) হিসাবে অবসর নেওয়ার পর সম্প্রতি সেখানে প্রজেক্ট ম্যানেজার হয়ে যোগদান করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন একে অপরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং নিজেদের সমস্যাগুলি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতেন। বিক্রম বাবু যখন ছুটিতে থাকতেন, তখন ডিরেক্টরের প্রয়োজন অনুযায়ী অধ্যাপক জাম্বুনাথও প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের কাজে সহায়তা করতেন। তাঁদের মধ্যে এইরকম কথাবার্তা হলো।

অধ্যাপক জাম্বুনাথ: "শুপ্রভাত বিক্রম বাবু! তিন মাস আগে, জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে কেনা PCXT কম্পিউটারগুলো চালু করার জন্য (commissioning) কম্পিউটার ঘরটি হস্তান্তর করতে এত দেরি হচ্ছে কেন? কম্পিউটারগুলো তো সেই কবে থেকেই করিডোরে পড়ে আছে। আজ ১০ই অক্টোবর। আমি দেখছি, কম্পিউটার ঘর রঙ করার কাজ অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে; এমনকি এয়ার কন্ডিশনারও প্রায় এক মাস আগেই লাগানো হয়ে গেছে।"

বিক্রম বাবু: "অধ্যাপক জাম্বু, এখন আর খুব বেশি সময় লাগবে না। সামান্য কিছু কাজই কেবল বাকি আছে। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই কম্পিউটার ঘরটি হস্তান্তর করা সম্ভব হবে।"

অধ্যাপক জাম্বুনাথ: "আর কী কাজ বাকি আছে? আমি তো দেখছি সবকিছুই করা হয়ে গিয়েছে।"

বিক্রম বাবু: "সুরক্ষার জন্য আমাদের একটি বজ্রনিরোধক (lightning arrester) বা বিজলীদণ্ড স্থাপন করতে হবে।"

অধ্যাপক জাম্বুনাথ: "এর জন্য কী কী জিনিস দরকার?"

বিক্রম বাবু: "আমাদের একটি গর্ত খুঁড়তে হবে এবং সেখানে একটি বজ্রনিরোধক (lightning arrester) স্থাপন করতে হবে।"

অধ্যাপক জাম্বুনাথ: "গর্তটি কত বড়? এটি কি ১ মি. × ১ মি., নাকি ৩ মি. × ৩ মি.? এর গভীরতা কি ১ ফুট, নাকি ১০ ফুট?"

বিক্রম বাবু: "ওহ, না; এর মাপ মাত্র ১.৫ × ১.৫ × ২ ফুট।"

অধ্যাপক জাম্বুনাথ: "বজ্রনিরোধক (lightening arrester) কি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হবে, নাকি এখানেই পাওয়া যায়?"

বিক্রম বাবু: "এখানেই পাওয়া যাবে।"

অধ্যাপক জাম্বুনাথ: "কতটা দূরে? বিমানবন্দরের কাছে, মানে ২০ কিলোমিটার দূরে, নাকি একদম কাছেই, ধরুন ১ কিলোমিটারের মধ্যে?"

বিক্রম বাবু: "না, না। অতটা দূরে নয়। এটি ৫ কিলোমিটার দূরে আমাদের বাজারেই পাওয়া যায়।"

অধ্যাপক জাম্বুনাথ: "এটার দাম কত? লাখের ঘরে, নাকি কয়েক হাজার টাকার মধ্যে?"

বিক্রম বাবু: "ওহ, না। এটার দাম বড়জোর ৫০০ টাকা।"

অধ্যাপক জাম্বুনাথ: "স্যার, আপনাকে একজন চালকসহ একটি জিপ দেওয়া হয়েছে। আপনার কাছে ২০০০ টাকার একটি অগ্রিম তহবিলও (imprest) রয়েছে। আপনি কেন চালককে সেই টাকাটা দিয়ে বিকেলের মধ্যেই 'অ্যারেস্টার'টি নিয়ে আসতে বলছেন না? আপনি মাত্র ২০ টাকার বিনিময়ে আধ বেলার জন্য একজন শ্রমিকও নিয়োগ করতে পারেন। প্রতিদিন সকালে ইনস্টিটিউটের মোড়ে অনেক শ্রমিক দাঁড়িয়ে থাকে, যার ফলে সেখানে প্রচুর যানজট হয়। দুপুরের খাবারের সময়ের মধ্যেই সে কাজটি শেষ করে ফেলতে পারবে। বিকালে প্লেটটি বসানো এবং ওয়্যারিংয়ের (wiring) কাজ শেষ হয়ে যাবে। সন্ধ্যার মধ্যেই পুরো কাজটি মিটে যাবে।

আগামীকাল সরবরাহকারী এসে ৩টি PCXT বসিয়ে সেগুলি চালু করে দিতে পারবেন।আমি তার পরের দিন থেকেই PCXTগুলি ব্যবহার শুরু করতে পারব।"

বিক্রম বাবু: "আমার সাথে মস্করা কোরো না। তোমার কাজটা হয়ে যাবে।"

সত্যিই! তৃতীয় দিনেই কাজটি হয়ে গেল। কেবল অধ্যাপক জাম্বুনাথই নন, প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকরাও কম্পিউটার কেন্দ্রটি ব্যবহার করতে শুরু করলেন। যেমন, অধ্যাপক সিং যিনি এমআইএস (MIS) বিভাগের একজন বরিষ্ঠ অধ্যাপক ছিলেনষ তিনি একটি গবেষণাপত্রের ২৫ পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি নিয়ে একটি এমআইএস সম্মেলনে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। তিনি ভাবছিলেন, কীভাবে এই পাণ্ডুলিপিটি টাইপ করিয়ে নেবেন। অধ্যাপক জাম্বুনাথ তাঁকে তাঁর পাণ্ডুলিপিটির একটি 'সফট কপি' এবং একটি 'প্রিন্টআউট' সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। অধ্যাপক সিং অবশ্য পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছিলেন না যে এটি আদৌ সম্ভব কি না; কারণ, মাত্র দুদিন পরেই তাঁকে রওনা হতে হতো। অধ্যাপক জাম্বুনাথ তাঁকে পরামর্শ দিলেন যে, তিনি যেন একবার চেষ্টা করে দেখেন এবং অধ্যাপক সিং-এর পাণ্ডুলিপিটি তাঁর সহকারী প্রাভীণের (Mr. Praveen) হাতে তুলে দেন, যাকে অধ্যাপক জাম্বুনাথ 'ওয়ার্ড স্টার' (Word Star) সফটওয়্যারের প্রাথমিক ব্যবহার শিখিয়ে রেখেছিলেন। অধ্যাপক সিং তো আনন্দে অভিভূত হয়ে গেলেন, যখন পরদিনই সেই তরুণ সহকারী ২৫ পৃষ্ঠার পুরো পাণ্ডুলিপিটি টাইপ করে তাঁর হাতে তুলে দিল। ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মীরাও কম্পিউটার ব্যবহার করতে শিখে নিলেন। আর এই দক্ষতাটিই তাঁদের দারুণ কাজে এল ছয় মাস পর, যখন মাত্র চার মাসের ব্যবধানেই প্রতিষ্ঠানের এমবিএ (MBA) কর্মসূচিতে শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা ৩০ থেকে বাড়িয়ে ১০০ করা হলো।

প্রশ্ন: কম্পিউটার কেন্দ্রটি চালু করতে কেন দেরি হচ্ছিল? কম্পিউটার কেন্দ্রটি সময়মত চালু হলে কী কী সুবিধা পাওয়া যেত?